১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে ফ্রান্স বনাম হাঙ্গেরির খেলা। খেলা শুরুর আগে জার্সি বিড়ম্বনায় পড়েছিল দল দুটি

# বিশ্বকাপ ফুটবলে জার্সি বিড়ম্বনা

● শফিকুর রহমান

বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে অনেক দলকেই বিভিন্ন সময়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। আর সেজন্যই বিশ্বকাপ ফুটবলে কোন দলের জার্সি কেমন হবে, বিপক্ষের পোশাকের রঙ কাছাকাছি হয়ে গেলে বিকল্প হিসেবে কোন রঙের জার্সি বেছে নেয়া হবে– এসব নিয়ে এখন বিশ্বকাপ শুরুর আগেই রীতিমতো গবেষণা চলে। সেই সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়, যেখানে খেলা হবে সেখানকার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার বিষয়গুলো। কিন্তু এমন সময়ও ছিল যখন জার্সি ও শর্টস নির্বাচনে খুঁটিনাটি বিষয় মোটেই পরীক্ষা করা হতো না, মানে এ ব্যাপারটিতে সুপরিকল্পনার ছোঁয়া থাকত না। তেমন কিছু কাহিনীই এখানে তুলে ধরা হলো–

১৯৭০ সাল : বিশ্বকাপের খেলা শুরুর আগে ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে ববি মুর

১৯৭০ ও ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল মেক্সিকো। দুবারই স্বাগতিক দল ছাড়া অংশ নিতে যাওয়া বাকি সবাই ওখানকার গরম ও আর্দ্রতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। প্রথমবার ইংল্যান্ডের সতর্কতা একটু বেশিই ছিল। আগের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন বলে কথা! ইংলিশ দলীয় ডাক্তার নেইল ফিলিপস এরটেক্স (সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকায় যার মাধ্যমে অধিক বায়ু আসা-যাওয়া করতে পারে) নামক হালকা কাপড় দিয়ে জার্সি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, ১৯৬৬-এর বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা যে লাল জার্সি গায়ে জড়িয়ে, সেটিকে বাদ দিয়ে প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিয়েছিল পুরোপুরি সাদা জার্সি। আকাশি নীল ছিল তাদের দ্বিতীয় পছন্দ। যাতে মেক্সিকোর গরম আবহাওয়াতেও খেলোয়াড়রা সহজেই স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখাতে পারে। তা সত্ত্বেও কি তারা এড়াতে পেরেছিল জটিলতা?

চেকোস্লোভাকিয়ার বিপক্ষে শেষ গ্রুপ ম্যাচে স্যার আলফ রামসের দলের জার্সি ছিল আকাশি নীল আর চেকদের সাদা। কিন্তু সিদ্ধান্তটা যে ভুল ছিল তা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন ইংলিশ দলের ম্যানেজার। ব্যাপারটিকে তিনি পরে এভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'আমি মনে করি পছন্দটি, অবশ্যই আমার পছন্দটি খারাপ ছিল। দ্বিতীয় রঙ হিসেবে আকাশি নীলকে বেছে নেয়া মোটেও ঠিক হয়নি। কড়া রোদে খেলা চলছিল বলে ছায়ায় বসে খেলোয়াড়দের পৃথক করা আমার দ্বারা মোটেও সম্ভব হচ্ছিল না।' রামসের সিদ্ধান্তের কারণে টেলিভিশনের দর্শকদেরও ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তখন রঙিন টেলিভিশনের চল ছিল না বললেই চলে। যে কারণে চেনা যাচ্ছিল না কোনটা কোন দলের খেলোয়াড়।

মেক্সিকোর গরমে ধাতস্থ হওয়ার কারণেই পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে বিখ্যাত লাল টপে ফিরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু এর ফল ভালো আসেনি; অতিরিক্ত সময় শেষে হেরেছিল ২-৩ গোলে। ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাও এরটেক্স কাপড়কে বেছে নিয়েছিল; কিন্তু তা শুধু তাদের প্রথম পছন্দের নীল ও সাদা স্ট্রাইপের জার্সির বেলায়। শেষ ষোলোর খেলায় উরুগুয়েকে নীল সুতি জার্সি পরে ১-০ গোলে হারানোর পর এ ধরনের জার্সির প্রতি দুর্বলতা বেড়ে যায় কোচ কার্লোস বিলার্দোর। তার ধারণা ছিল এটিই আরামদায়ক হবে। তবে তিনি আর্জেন্টিনা দলের পোশাক প্রস্তুতকারক কোম্পানির একজনকে ডেকে বলেছিলেন এর চেয়ে একটু হালকা রঙের জার্সি জোগাড় করতে। কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তা দেখে কোচিং স্টাফের সদস্য রুবেন মশেলা মেক্সিকোর রাজধানীর বাজারগুলো তন্নতন্ন করে নিয়ে আসেন দুটি নীল জার্সির স্যাম্পল। সেগুলো মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না বিলার্দোর। কিন্তু সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন দিয়েগো ম্যারাডোনা। দুটির একটিকে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এটি সুন্দর জার্সি। এটি পরেই আমরা ইংল্যান্ডকে হারাব।' এরপর মশেলা এ রকম ৩৮টি জার্সি কিনে এনেছিলেন। তাতে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) ব্যাজ যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এক ডিজাইনার। কথা মেনে ব্যাজ লাগানো হয়েছিল সেলাই করে। আর তড়িঘড়ি করে কালো রঙের ওপর আমেরিকান ফুটবলের রূপালি জার্সি নম্বর বসানো হয়েছিল ইস্ত্রির সাহায্যে। চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই বিশ্বকাপে সেরা গোলগুলোর একটি করার পাশাপাশি কুখ্যাত সেই ঈশ্বরের গোলের মালিক হয়েছিলেন ম্যারাডোনা।

১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল বনাম কোস্টারিকার খেলায় জার্সি একটি উপলক্ষ হিসেবে কাজ করেছিল

১৯৭০ সালে মেক্সিকোর আবহাওয়া উপযোগী করে তৈরি ইংল্যান্ডের জার্সি

১৯৭৮-এর বিশ্বকাপের ঘটনা। ১০ জুন বিকেলে গ্রুপ ১-এর শেষ খেলার জন্য আর্জেন্টিনার মার ডেল প্লাটা স্টেডিয়ামে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ফ্রান্স ও হাঙ্গেরি। উভয় দলই ইতিমধ্যে ছিটকে পড়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তখন খেলা শুরু হতে আধাঘণ্টা বাকি। এ সময় ফ্রান্সের মিডফিল্ডার হেনরি মিশেলের হঠাৎই নজর পড়ল বিপক্ষের খেলোয়াড়দের গায়ে থাকা ট্র্যাকসুট টপের ভেতরের রঙে। ন্যান্তেস ক্যাপ্টেন তা দেখে হাঙ্গেরির স্ট্রাইকার মাইকেল টরোসিককে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমরা কোন রঙের জার্সি পরে আজ খেলতে যাচ্ছ।' উত্তর আসে, 'সাদা'। প্রত্যুত্তর ছিল, 'সাদা! এ রঙের জার্সি পরে তো আমরা খেলব।' গুরুত্ব বুঝে মিশেল দ্রুত নিজ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। একদল আরেক দলকে বলতে শুরু করল, 'সাদা পরে খেলার জন্য আমাদেরকে তো চিঠি

দিয়েছে ফিফা।' এ সময় দায় স্বীকারে এগিয়ে আসেন হেনরি পাটরেলি– 'দ্বিতীয় আরেকটি চিঠি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটি তো পড়ে দেখিনি।' আর তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় পুরো বিষয়টি– সাদা জার্সি পরার জন্য হাঙ্গেরি দলকেই শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাও সমস্যা সৃষ্টি হতো না, যদি তারা দ্বিতীয় পোশাকটি চারশ কিলোমিটার দূরে বুয়েন্স আয়ার্সে রেখে না আসত।

জার্সি বিভ্রাটের কারণে ফ্রান্স-হাঙ্গেরি খেলা দেরিতে শুরু করা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। শেষ পর্যন্ত সমাধানে এগিয়ে এসেছিল স্থানীয় ক্লাব অ্যাতলেটিকো কিম্বার্লি। কিন্তু তারা ফ্রান্স দলকে দান করতে পেরেছিল মাত্র ১৬টি জার্সি। গোলরক্ষক ডোমিনিক রোসটাউয়ের গায়ে ছিল ৭ নম্বর জার্সি আর শর্টসে লেখা ছিল ১৮ নম্বর! তিনি না খেললে ফ্রান্স ওই ম্যাচ ৩-১-এ জিততে পারত না। বিশ্বকাপের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, স্থানীয় ক্লাবের পোশাক পরে মাঠে নামার অভিজ্ঞতা আরো কয়েকটি দলের রয়েছে। ১৯৫০-এর ব্রাজিল বিশ্বকাপে মেক্সিকো সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ফ্লুজেরো ক্লাবের জার্সি ধার করে। ১৯৫৮-তে সুইডেনে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা পরেছিল আইএফবি মালমোর হলুদ দাগের শার্ট।

১৯৯০-এ ইতালিতে চমক দেখিয়েছিল কোস্টারিকা। শেষ ষোলোতে পৌঁছা এ দলটি টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল স্কটল্যান্ডকে ১-০-তে হারিয়ে। ওই ম্যাচে তাদের গায়ে ছিল সাদা কলারযুক্ত লাল শার্ট। ব্রাজিলের বিপক্ষে পরের ম্যাচে জুভেন্তাসের মতো সাদা ও কালো স্ট্রাইপের জার্সি পরেছিল তারা। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলেছিলেন, 'দেশের সবচেয়ে পুরনো ক্লাব সিএস লিবারেটেডকে সম্মান দেখাতে তাদের পোশাক পরে খেলতে যাচ্ছি।' কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এটি ছিল না। তুরিনের কমিউনাল স্টেডিয়ামে খেলা নির্ধারিত থাকায় তারা ধারণা করেছিল, জুভেন্তাসের মতো পোশাক পরলে দর্শকদের বেশি সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কৌশল কাজে দেয়নি ব্রাজিল ভক্তদের দ্বারা স্টেডিয়াম পূর্ণ থাকায়। কোস্টারিকাকে ওই ম্যাচে ব্রাজিল ১-০ গোলে হারিয়েছিল।

১৯১৪ থেকে ১৯৫০– এ কালপর্ব পর্যন্ত ব্রাজিলের জাতীয় ফুটবল দলের জার্সির রঙ ছিল সাদা। কিন্তু স্বাগতিক ও টপ ফেভারিট হয়েও ১৯৫০-এর বিশ্বকাপের ফাইনালে উরুগুয়ের কাছে হেরে যাওয়ায় করেইয়ো দা মেনহা নামক পত্রিকা প্রচার করতে থাকে, সাদা রঙের এই জার্সি অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে এবং এটি পরে খেলাটা আর ঠিক হবে না। তারপর ব্রাজিলিয়ান স্পোর্টস কনফেডারেশনের সহায়তায় এই পত্রিকাটি পাঠকদের কাছ থেকে জাতীয় দলের পোশাকের নকশা আহ্বান করেছিল। এটি ছিল একটি প্রতিযোগিতা আর তাতে প্রথম হয়েছিলেন মাত্র ১৮ বছর বয়সী লেখক ও ইলাস্ট্রেটর আলদিয়ার গার্সিয়া শ্লী। তিনি যে ডিজাইনটি করে দিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে নীল ট্রিমযুক্ত হলুদ শার্ট, নীল শর্টস ও সাদা মোজা। এ পোশাকে তারা পরের বিশ্বকাপে সুইজারল্যান্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোকে বিধ্বস্ত করেছিল ৫-০ গোলে।

১৯৫৪-এর বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়েছিল স্বাগতিক সুইজারল্যান্ড। তাদের জার্সির রঙ হলুদ হওয়ায় টসের আয়োজন করতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে। ব্রাজিল টসে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে ব্রাজিল দলকে গায়ে চাপাতে হয়েছিল নীল রঙের জার্সি, যেটি দুদিন আগে কিনতে হয়েছিল স্টকহোম থেকে। সাদায় ফেরার সুযোগ ছিল তাদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে বিবেচনাতেও আনেনি এ রঙের কথা। ■

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জার্সি সমস্যা সমাধানে এই জার্সি বেছে নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ম্যারাডোনা

১৯১৪ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই সাদা জার্সি পরে খেলেছিল ব্রাজিল